WBPSC

Miscellaneous (Prelims)

West Bengal Public Service Commission (WBPSC)

খণ্ড - ২ (Volume - 2)

ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল এবং পাটিগণিত (Indian History, Geography and Arithmetic)

INDEX

ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল এবং পাটিগণিত (Indian History, Geography and Arithmetic)		
1.	সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization)	1
2.	বৈদিক সভ্যতা (Vedic Civilization)	5
3.	জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম (Jainism and Buddhism)	8
4.	মহাজনপদগুলির উত্থান (Rise of Mahajanapadas)	11
5.	মৌর্য সাম্রাজ্য (Mauryan Empire)	14
6.	গুপ্ত-পূর্ব যুগ (Pre-Gupta Period: ১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব – ৩য় শতাব্দী খ্রিস্টাব্দ)	17
7.	গুপ্ত সাম্রাজ্য (Gupta Empire)	19
8.	কুষাণ রাজবংশ (Kushan Dynasty)	21
9.	বর্ধন রাজবংশ (Vardhan Dynasty)	23
10.	সঙ্গম যুগ (Sangam Age)	25
11.	রাষ্ট্রকূট রাজবংশ (Rashtrakuta Dynasty)	27
12.	দক্ষিণ ভারতের শাসক রাজবংশসমূহ (Ruling Kingdoms of South India)	29
13.	বাংলার পাল রাজবংশ (The Pala Dynasty of Bengal)	31
14.	সেন রাজবংশ (Sena Dynasty of Bengal)	34
15.	সম্রাট চোল রাজবংশ (The Imperial Cholas)	36
16.	দিল্লি সুলতানাত (1206 - 1526)	38
17.	মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬ – ১৮৫৭)	44
18.	মারাঠা সাম্রাজ্য (১৬৭৪ – ১৮১৮)	47
19.	শিখ ধর্ম	49

20.	আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের কালক্রম (১৪৯৮ – ১৯৪৭)	50
21.	ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন	53
22.	বাংলায় ইংরেজদের পদচিহ্ন	55
23.	স্বাধীন রাজ্যগুলির উত্থান	56
24.	ভারতে সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন	58
25.	ব্রিটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ গভর্নর-জেনারেলগণ	60
26.	ভারতের ভাইসরয়গণ (১৮৫৬–১৯৪৮)	61
27.	গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের অবদান	63
28.	১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ	65
29.	ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (১৮৮৫ – ১৯০৫)	67
30.	ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (১৯০৫-১৯৪৭)	69
31.	বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলা	72
32.	গুরুত্বপূর্ণ (INC) অধিবেশন	73
33.	গুরুত্বপূর্ণ বই এবং লেখক	74
34.	গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ও বিদ্রোহ	75
ভারতীয় ভূগোল (Indian Geography)		
35.	ভারত : আকার এবং অবস্থান	76
36.	ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য	85
37.	হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল	87
38.	উত্তরের সমভূমি	98
39.	উত্তরের সমভূমি	102
40.	ভারতের উপকূলীয় সমভূমি	107
41.	ভারতের দ্বীপপুঞ্জ	110
42.	ভারতের নদনদী প্রণালী	113

43.	গঙ্গা নদী ব্যবস্থা	119
44.	ব্রহ্মপুত্র নদ প্রণালী	124
45.	উপদ্বীপীয় নদ-নদী (পূর্বে প্রবাহিত)	127
46.	উপদ্বীপীয় নদ-নদী (পশ্চিম প্রবাহিত)	131
47.	ভারতের গুরুত্বপূর্ণ হ্রদ	135
48.	বাঁধ ও জলাধার	139
49.	ভারতের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ	145
50.	জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	150
51.	ভারতের মৃত্তিকা	158
52.	ভারতে কৃষিকাজ (Agriculture in India)	162
53.	ভারতে সেচ ব্যবস্থা (Irrigation System in India)	166
54.	ভারতের জনসংখ্যা (Population of India)	167
55.	ভারতে শিল্প (Industry in India)	172
56.	ভারতের খনিজ ও শক্তি সম্পদ (Mineral and Energy Resources)	176
57.	ভারতের জলবায়ু (Climate of India)	185
58.	ভারতের পরিবহন	189
Arithmetic		
59.	সংখ্যা পদ্ধতি (Number System)	198
60.	গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু. (HCF and LCM)	200
61.	দশমিক ভগ্নাংশ (Decimal Fraction)	202
62.	সরলীকরণ (Simplification)	204
63.	বর্গমূল ও ঘনমূল (Square and Cube Roots)	206
64.	গড় (Average)	208

65.	বয়স সংক্রান্ত সমস্যা (Problems on Age)	210
66.	সূচক, ঘাত ও করণী (Powers, Surds, and Indices)	212
67.	শতাংশ (Percentage)	214
68.	লাভ ও ক্ষতি (Profit and Loss)	216
69.	অনুপাত ও সমানুপাত (Ratio and Proportion)	218
70.	অংশীদারি কারবার (Partnership)	220
71.	সময় ও কার্য (Time and Work)	222
72.	নল ও চৌবাচ্চা (Pipes and Cisterns)	224
73.	সময় ও দূরত্ব (Time and Distance)	226
74.	ট্রেন সংক্রান্ত সম স্যা (Problems on Trains)	228
75.	নৌকা ও স্রোত (Boats and Streams)	230
76.	সরল সুদ (Simple Interest)	232
77.	চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest)	234
78.	পরিমিতি (Mensuration)	236

1 অধ্যায়

সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization)

প্রাথমিক আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্ব

- ১৮২৬ সালে: চার্লস ম্যাসন হরপ্পার ইট আবিষ্কার করেন
- ১৮৬১ সালে: আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) প্রতিষ্ঠিত হয়
  - ✓ প্রথম ডিরেক্টর: আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম
  - ✓ উপাধি: ভারতের প্রত্নতত্ত্বের জনক
- ১৯২১ সালে: হরপ্পার খনন করেন দয়া রাম সাহনি
- ১৯২২ সালে: মোহেঞ্জোদাড়োর খনন করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়কাল ও নামকরণ

- **সময়কাল:** ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব – ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্ব
- **বিকল্প নাম:** হরপ্পা সভ্যতা, সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা, ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা (তামা + টিন), প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা (Proto-Historic)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্রেণীবিভাগ

যুগ	নাম
পাথরের যুগ	প্যালিওলিথিক
মাঝারি পাথরের যুগ	মেসোলিথিক
তাম্র-পাথরের যুগ	চালকোলিথিক

- তামা (Copper) আবিষ্কৃত হয় চালকোলিথিক যুগে
- ব্রোঞ্জ = তামা + টিন

ভৌগলিক বিস্তার

দিক	বিস্তার
পশ্চিম	সুতকাগেন্ডর, বালুচিস্তান উপকূল
পূর্ব	আলমগীরপুর, উত্তরপ্রদেশ (মিরাট)
উত্তর	মান্ডা, জম্মু ও কাশ্মীর
দক্ষিণ	ডাইমাবাদ, মহারাষ্ট্র (সবচেয়ে দক্ষিণ সীমানা)

- **ভারতের রাজ্য:** জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র

নগর পরিকল্পনা (Town Planning)

বৈশিষ্ট্য	বিবরণ
নগরের নকশা	সোজা রাস্তা, গ্রিড প্যাটার্ন
উচ্চ ও নিম্ন নগর	সিটাডেল (উচ্চশ্রেণীর), নিচে সাধারণের আবাস
নিকাশী ব্যবস্থা	ঢাকনা যুক্ত নর্দমা, বাড়ির সাথে সংযুক্ত, পরীক্ষা করার গর্তসহ

ইট নির্মাণ	১:২:৪ অনুপাতে পোড়া ইট, স্থায়ী নির্মাণ
বাড়িঘর	দুইতলা বাড়ি, উঠোন, স্নানঘর, নিজস্ব কুয়ো
গ্রেট বাথ	মোহেঞ্জোদাড়োতে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার
গুদামঘর	হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদাড়োতে, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য
জল ব্যবস্থাপনা	ধোলাভিরা: বিশাল জলাধার, লোথাল: ডকইয়ার্ড
প্রাসাদ/মন্দির	নেই। সমাজ ছিল সাম্যবাদী

কৃষি ও অর্থনীতি

- **প্রধান শস্য:** গম ও জৌ
- **চাল:** কেবল লোথাল ও রাংপুরে পাওয়া গেছে
- **সূতি (Cotton):** প্রথম উৎপাদন এই সভ্যতায়
- **প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র:** মেসোপটেমিয়া (Meluha) → ইরাক, পারস্য (Iran), আফগানিস্তান
- গ্রিকরা বলত Sindon
- লোহা জানা ছিল না; পরিচিত ধাতু: তামা, রূপা, সোনা, ব্রোঞ্জ

ধর্ম ও সংস্কৃতি

- মাতৃদেবীর টেরাকোটা মূর্তি
- পশুপতি সীল বসা অবস্থায়, চারদিকে পশু
- দাড়িওয়ালা পুরুষ মূর্তি
- লিপি: চিত্রলিপি (Pictographic) এবং বস্ট্রোফেডন শৈলী
- এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি (Undeciphered)

প্রধান প্রত্নস্থলসমূহ

সাল	স্থান	রাজ্য/দেশ	খননকারী	প্রধান আবিষ্কারসমূহ
1921	হরপ্পা	পাঞ্জাব, পাকিস্তান	দয়া রাম সাহনি	কফিন সমাধি, গুদামঘর, টেরাকোটা, তামার বলগাড়ি, মানব মূর্তি
1922	মোহেঞ্জোদাড়ো	সিন্ধ, পাকিস্তান	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	গ্রেট বাথ, নৃত্যরত কাঁসার মূর্তি, পশুপতি সীল, দাড়িওয়ালা পুরুষ
1929	সুতকাগেন্ডর	বালুচিস্তান	স্টেইন	বেবিলনের সাথে বাণিজ্যপথ, তীর, ঝিনুকের গহনা
1931	চানহুদারো	সিন্ধ	এন.জি. মজুমদার	চুড়ির কারখানা, বসে থাকা চালকের গাড়ি, দুর্গবিহীন নগর
1953	কালীবঙ্গান	রাজস্থান	মলানন্দ ঘোষ	অগ্নিকুণ্ড, কাঠের হাল, ভূমিকম্প, চাষের চিহ্ন
1953	লোথাল	গুজরাট	আর. রাও	প্রথম ডকইয়ার্ড, চাল, দাবা খেলা, অগ্নিকুণ্ড, কবরস্থান
1964	সুরকোটাডা	গুজরাট	জে.পি. জোশী	ঘোড়ার হাড়, পুঁতি
1974	বানাওয়ালি	হরিয়ানা	আর.এস. বিস্ত	রেডিয়াল রাস্তা, খেলনার হাল, বৃহত্তম বার্লি শস্য
1985	ধোলাভিরা	গুজরাট (কচ্ছ)	আর.এস. বিস্ত	তিনভাগে বিভক্ত শহর, জলাধার, স্টেডিয়াম, শিলানির্মিত স্থাপত্য

পতনের কারণ

- **প্রাকৃতিক** দুর্যোগ: বন্যা, ভূমিকম্প
- পরিবেশগত পরিবর্তন
- বাণিজ্য পথের পরিবর্তন
- আর্যদের আগমন (অনুমানভিত্তিক)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসারণী

বিষয়	তথ্য/উদাহরণ
বৃহত্তম ভারতীয় সাইট	রাখিগড়ি (হরিয়ানা)
সর্বোত্তম জল ব্যবস্থাপনা	ধোলাভিরা
প্রথম ডকইয়ার্ড	লোথাল
কফিন সমাধির একমাত্র সাইট	হরপ্পা
দুর্গবিহীন একমাত্র শহর	চানহুদারো
ঘোড়ার হাড় প্রাপ্ত সাইট	সুরকোটাডা
তিনভাগে বিভক্ত শহর	ধোলাভিরা
চাল প্রাপ্ত সাইট	লোথাল ও রাংপুর

গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলসমূহ

হরপ্পা

- **নদী**: রাভি নদী
- **অবস্থান**: পাকিস্তান, মন্টেগরি জেলা
- **খননকারী**: দয়া রাম সাহনি (1921), মাধব স্বরূপ বাৎস্য (1926), মর্টিমার হুইলার (1946)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: ছয়টি গুদামঘর (Granaries)

মোহেঞ্জোদাড়ো

- **নদী**: ইন্দুস নদী
- **অবস্থান**: লারকানা, পাকিস্তান
- **খননকারী**: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (1922)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: গ্রানারি (Great Granary), পশুপতি সীল (Pashupati Mahadev), গ্রেট বাথ (Great Bath), কাঁসার নৃত্যরত নগ্ন নারী মূর্তি (Bronze Image of a Nude Dancing Girl), সভা হল (Assembly Hall), দাড়িওয়ালা ব্যক্তি (Bearded Man), মাতৃদেবীর মাটির মূর্তি (Clay Figure of Mother Goddess)

চানহুদারো

- **নদী**: ইন্দুস নদী
- **অবস্থান**: পাকিস্তান
- **খননকারী**: এন.জি. মজুমদার ও ম্যাককে (1931)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: দুর্গবিহীন শহর (City Without Citadel), কালির পাত্র (Ink Pot), লিপস্টিক, পুঁতি প্রস্তুতকারক (Bead Makers), ইটে কুকুরের পায়ের ছাপ (Dog Paw on a Brick), টেরাকোটার বলগাড়ি (Terracotta Moulded Bullock Cart), ব্রোঞ্জের খেলনার গাড়ি (Bronze Toy Cart)

লোথাল

- **নদী**: ভোগাভা নদী

- **অবস্থান**: গুজরাট
- **খননকারী**: এস. আর. রাও (1957)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: ডকইয়ার্ড (Dockyard), চালের তুষ (Rice Husk), রুটি প্রস্তুতকারক (Bread Makers), অগ্নিকুণ্ড (Fire Altars), ঘোড়ার টেরাকোটা মূর্তি (Terracotta Figure of Horse), দ্বৈত সমাধি (Double Burial)

কালীবঙ্গান
- **নদী**: ঘগ্গর নদী
- **অবস্থান**: রাজস্থান
- **খননকারী**: আমলানন্দ ঘোষ (1951)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: চাষযোগ্য জমির রেখা (Ploughed Field), ৭টি অগ্নিকুণ্ড (Seven Fire Altars), সজ্জিত ইট (Decorated Bricks), খেলনার গাড়ির চাকা (Wheel of a Toy Car)

বানাওয়ালি
- **নদী**: ঘঘর নদী
- **অবস্থান**: হরিয়ানা
- **খননকারী**: আর. এস. বিস্ত (1973)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: খেলনার হাল (Toy Plough), রেডিয়াল রাস্তা বিশিষ্ট একমাত্র শহর (Only City With Radial Street), বার্লি শস্য (Barley)

ধোলাভিরা
- **নদী**: লুনি নদী
- **অবস্থান**: গুজরাট
- **খননকারী**: জে.পি. জোশি (1967-68)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: বিশেষ জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Unique Water Harnessing System), বিশাল কুয়ো ও জলাধার (Large Well and Giant Water Reservoir), একটি স্টেডিয়াম, দুই ভাগে বিভক্ত শহর (Only Site Divided Into Two Parts)

সুতকাগেন্ডর
- **নদী**: দাস্ত নদী
- **অবস্থান**: বালুচিস্তান
- **খননকারী**: অরেল স্টেইন (1931)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: ঘোড়ার হাড়ের প্রমাণ (Bones of Horses)

ডাইমাবাদ
- **অবস্থান**: মহারাষ্ট্র
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: ব্রোঞ্জের রথচালক, রথ, ষাঁড়, হাতি ও গন্ডার মূর্তি

আমরি
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: গন্ডার (Rhinoceros) জীবাশ্ম

রোপর (Ropar)
- **গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার**: পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরি দালান (Stone and Soil Buildings), মানবের সাথে কুকুরের কবর (Dog Buried with Humans)

2 অধ্যায়

বৈদিক সভ্যতা (Vedic Civilization)

বৈদিক সভ্যতা (Vedic Civilization)

পর্যায়	সময়সীমা
বৈদিক যুগ	১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব – ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব
প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ	১৫০০ – ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব
উত্তর বৈদিক যুগ	১০০০ – ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব

আর্য জাতি ও আগমন

- আর্যরা ছিলেন আর্ধ-যাযাবর ও পশুপালক জাতি
- তারা খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন
- **ভাষা**: সংস্কৃত
- **বসবাস**: সপ্ত সিন্ধু অঞ্চল (সাত নদীর দেশ)
- **জীবনযাপন**: গ্রামভিত্তিক (rural), ইন্দাস সভ্যতার শহরজীবনের চেয়ে ভিন্ন

আর্যদের উৎস সম্পর্কিত মতবাদ

তত্ত্ব	প্রস্তাবকারী
মধ্য এশিয়া তত্ত্ব	ম্যাক্স মুলার
আর্কটিক অঞ্চল তত্ত্ব	বাল গঙ্গাধর তিলক

- **বগাজকোই শিলালিপি**: আর্য আগমনের প্রমাণ

ভৌগোলিক বিস্তার

- **প্রারম্ভিক বৈদিক যুগ**: সপ্ত-সিন্ধু অঞ্চল: পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দক্ষিণ আফগানিস্তান, জম্মু ও কাশ্মীর
- **সপ্ত নদী**: সিন্ধু (Indus), জেলাম (Vitasta), চেনাব (Asikni), রাভি (Parushni), বিয়াস (Vipash), সতলুজ (Shutudri), সরস্বতী
- **উত্তর বৈদিক যুগ**: বিস্তার পূর্বে → গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, উত্তর বিহার (বিদেহ)

বৈদিক সাহিত্য

- **সময়কাল**: ১৫০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্ব
- **বিভাগ**: শ্রুতি (Shruti): শোনা (যেমন: চারটি বেদ), স্মৃতি (Smriti): মনে রাখা

চারটি বেদ

বেদ	বিষয়বস্তু	বৈশিষ্ট্য
ঋগ্বেদ	স্তোত্র / গান	সর্বপ্রাচীন, ১০২৮টি স্তোত্র
যজুর্বেদ	যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান	শুক্ল ও কৃষ্ণ ভাগে বিভক্ত
সামবেদ	সঙ্গীত	উদদ্গাতা পুরোহিতদের দ্বারা গীত
অথর্ববেদ	মন্ত্র ও জাদুবিদ্যা	এতে আয়ুর্বেদ অন্তর্ভুক্ত

ToppersNotes Unleash the topper in you

- **গায়ত্রী মন্ত্র**: ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলে, ঋষি বিশ্বামিত্র কর্তৃক রচিত
- **পুরুষসূক্ত (১০ম মণ্ডল)**: বর্ণ প্রথার সূচনা ব্যাখ্যা

উপবেদ, উপনিষদ ও স্মৃতি সাহিত্যে

সাহিত্য	**বিষয়বস্তু**
উপনিষদ	দর্শন, আত্মা ও কর্ম
মুন্ডক উপনিষদ	সত্যমেব জয়তে উক্তির উৎস
বৃহদারণ্যক উপনিষদ	আত্মার স্থানান্তর ও কর্মের ধারণা
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	রাজতন্ত্রের উৎপত্তি উল্লেখ
অথর্ববেদ	গোত্র ধারণা এর প্রথম উল্লেখ

সমাজ ও অর্থনীতি

- সমাজের একক: কুল (Kula) → কুলপা কর্তৃক পরিচালিত
- গোষ্ঠী (Vis), গ্রাম (Grama), জন (Jana)
- সভার নাম: সভা, সমিতি, বিদথা, গণ
- সম্পদের মাপকাঠি: গবাদি পশু (গরু)

ধর্ম ও দেবতা

দেবতা	**ভূমিকা**
ইন্দ্র	প্রধান দেবতা, পুরন্দর (দুর্গ ধ্বংসকারী)
অগ্নি	দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতা
বরুণ	ও সত্যের দেবতা
যম	মৃত্যুর দেবতা
সাবিত্রী	সূর্যদেবতা, গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত
পৃথিবী	পৃথিবী দেবী

দশ রাজা যুদ্ধ

- **স্থান**: রাভি নদীর তীরে (পুরুষ্ণী)
- **বর্ণিত**: ঋগ্বেদে

উত্তর বৈদিক যুগের বৈশিষ্ট্য

- PGW (Painted Grey Ware) পাত্র ব্যবহৃত
- চাল (Rice) প্রধান খাদ্যশস্য
- লোহা (Iron), ঘোড়া, গুড়, ডাল

আর্যদের অবদান

- 'রাষ্ট্র' (Rashtra) শব্দের প্রথম ব্যবহার
- বালি (Bali): রাজাদের কর
- রাজতন্ত্র প্রাধান্য পায়

প্রশাসন ও আইন

কর্মকর্তা	দায়িত্ব
পুরোহিত	রাজ্যের প্রধান উপদেষ্টা
সেনানি	সেনাবাহিনীর প্রধান
ব্রজপতি	চারণভূমি তত্ত্বাবধায়ক

- **মনু**: প্রথম আইনপ্রণেতা (মনুস্মৃতি)
- মনুস্মৃতি: উইলিয়াম জোন্স ইংরেজিতে অনুবাদ করেন
- অর্থশাস্ত্র: শ্যামা শাস্ত্রী অনুবাদ করেন

শিক্ষা ও সাহিত্য

- ঋগ্বেদের জ্ঞান-সুক্তা (Jñāna-sūkta): শিক্ষার বিবরণ
- বিবাহ স্তোত্র: প্রাচীন বিবাহ প্রথা
- ম্যাক্স মুলার: প্রথম ব্যক্তি যিনি আর্যদের 'জাতি' বলেন

মহাকাব্য

- **মহাভারত**: রচয়িতা: ব্যাস। ১,১৭,০০০ শ্লোক। ১৮টি পর্ব + হরিবংশ। ১২তম পর্ব সবচেয়ে বড়, ৭ম সবচেয়ে ছোট। অন্তর্ভুক্ত: শকুন্তলা, সত্যবান-সাবিত্রী, নল-দময়ন্তী। ভীষ্ম পর্বে রয়েছে ভগবদ্গীতা (৭০০ শ্লোক)
- **রামায়ণ**: রচয়িতা: বাল্মীকি। ২৪,০০০ শ্লোক। বিভক্ত: সপ্ত কাণ্ডে

Toppersnotes Unleash the topper in you

3 অধ্যায় জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম (Jainism and Buddhism)

জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম (Jainism and Buddhism)

জনপ্রিয়তার কারণ

- স্থানীয় ভাষা (পালি ও প্রাকৃত) ব্যবহারে সহজলভ্য শিক্ষা
- বিভিন্ন রাজ্যের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা
- নন্দ রাজবংশ উভয় ধর্মকে সমর্থন করেছে
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মিল ও অমিল

- **মিল (Similarities):** উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সত্য ও অহিংসা প্রচার। কর্ম ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। বিরোধিতা: বর্ণব্যবস্থার

অমিল (Differences)

বিষয়	জৈন ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্ম
মোক্ষ লাভের পদ্ধতি	কঠোর তপস্যা	মধ্যমার্গ অনুসরণ
আত্মার ধারণা	চিরন্তন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস	আত্মার ধারণা অস্বীকার করে

বর্ধমান মহাবীর – ২৪তম তীর্থঙ্কর

- **জন্ম:** ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বে, কুণ্ডলগ্রাম, বৈশালি (বিহার)
- **পিতা:** সিদ্ধার্থ, **মাতা:** তৃষলা
- **স্ত্রী:** যশোদা, **কন্যা:** জামেলি
- ৪২ বছর বয়সে কেবল্য জ্ঞান (মোক্ষ) লাভ করেন

উপাধি ও সাধনার পথ

উপাধি	অর্থ
জিন	বিজয়ী বা আত্মজয়ী ব্যক্তি
জিতেন্দ্র	যিনি নিজের মনকে জয় করেছেন
নিগ্রন্থ	যিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত

- **কেবল্য লাভের পথ – ত্রিরত্ন (Three Jewels):** সম্যক দর্শন (Right Belief), সম্যক জ্ঞান (Right Knowledge), সম্যক আচরণ (Right Conduct)

মহাবীরের মৃত্যু ও শিক্ষা

- **মৃত্যু:** ৭২ বছর বয়সে, পাওয়াপুরি (রাজগৃহ), ৪৬৮ খ্রিস্টপূর্ব
- **সাহিত্য ভাষা:** প্রাকৃত
- **পাঁচটি মূলনীতি (Five Principles):** অহিংসা (Ahimsa) – হত্যা নয়, অস্তেয় (Asteya) – চুরি নয়, সত্য (Satya) – মিথ্যা নয়, অপরিগ্রহ (Aparigraha) – সম্পদের প্রতি আসক্তি নয়, ব্রহ্মচর্য (Brahmacharya) – মহাবীর দ্বারা সংযোজন

জৈন ধর্মের শাখা ও পরিষদ

শাখা	**বৈশিষ্ট্য**
দিগম্বর	সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকেন; কঠোর অনুশাসন
শ্বেতাম্বর	সন্ন্যাসীরা সাদা কাপড় পরিধান করেন

দুটি জৈন পরিষদ (Jain Councils)

পরিষদ	**স্থান**	**সাল**	**সভাপতি**	**ফলাফল**
প্রথম	পাটলিপুত্র	৩০০ খ্রিস্টপূর্ব	স্থূলভদ্র	১২টি অঙ্গ (Angas)-এ ভাগ করে গ্রন্থ রচনা
দ্বিতীয়	ভাল্লভী (গুজরাট)	৫১২ খ্রিস্টাব্দ	দেবর্ধিগণী	উপাঙ্গ (Upangas)-এর সংযোজন

বৌদ্ধ ধর্ম (Buddhism)

- **প্রতিষ্ঠা:** ৬ষ্ঠ শতাব্দী খ্রিস্টপূর্ব
- **ভাষা:** পালি
- **প্রতিষ্ঠাতা:** গৌতম বুদ্ধ (সিদ্ধার্থ)
- **উপাধি:** "Light of Asia" – এডউইন আর্নল্ড কর্তৃক

পরিবার ও প্রারম্ভিক জীবন

- **পিতা:** শুদ্ধোধন, **মাতা:** মাহামায়া (জন্মের ৭ দিন পর মৃত্যু)
- **পালিকা মা:** মহাপ্রজাপতি গৌতমী (কাকিমা)
- **স্ত্রী:** যশোধরা, **পুত্র:** রাহুল

গৌতম বুদ্ধের জীবনপথ

পর্যায়	**তথ্য**
গৃহত্যাগ (মহাবিনিষ্ক্রমণ)	২৯ বছর বয়সে, রথচালক চন্ন ও ঘোড়া কান্তক সহ
জ্ঞানলাভ (বোধি)	৩৫ বছর বয়সে, বোধগয়া, নিরঞ্জনা নদীর তীরে
উপাধি	তথাগত, শাক্যমুনি
প্রথম দেশনা	সারনাথে হরিণ উদ্যানে (ধর্মচক্র প্রবর্তন)
মৃত্যু (পরিনির্বাণ)	৮০ বছর বয়সে, কুশীনগরে, ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব

বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষাসমূহ

- **চতুরার্য্য সত্য (Four Noble Truths):** জীবন দুঃখময়, তৃষ্ণা দুঃখের কারণ, তৃষ্ণার নাশে দুঃখের অবসান, অষ্টাঙ্গিক মার্গে মুক্তি সম্ভব
- **অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eightfold Path):** সম্যক দর্শন (Right Faith), সম্যক সংকল্প (Right Intention), সম্যক বাক (Right Speech), সম্যক কর্ম (Right Action), সম্যক আজীবিকা (Right Livelihood), সম্যক প্রয়াস (Right Effort), সম্যক স্মৃতি (Right Mindfulness), সম্যক সমাধি (Right Meditation)

বৌদ্ধ পরিষদসমূহ (Buddhist Councils)

পরিষদ	সাল	স্থান	রাজা	সভাপতি	ফলাফল
প্রথম	৪৮৩ খ্রিস্টপূর্ব	রাজগৃহ	অজাতশত্রু	মহাকাশ্যপ	সূত্রপিটক ও বিনয়পিটক সংকলন
দ্বিতীয়	৩৮৩ খ্রিস্টপূর্ব	বৈশালি	কালাশোক	শুভকামী	হীনযান ও মহাযান বিভাজন শুরু
তৃতীয়	২৫০ খ্রিস্টপূর্ব	পাটলিপুত্র	অশোক	মোগলীপুত্র তিস্য	অভিধর্ম পিটক সংকলন, মিশনারি প্রেরণ
চতুর্থ	৭৮ খ্রিস্টাব্দ	কাশ্মীর	কনিষ্ক	বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ	হীনযান ও মহাযানের সুস্পষ্ট বিভাজন

বৌদ্ধ ধর্মের শাখাবিভাগ

শাখা	ভাষা	বৈশিষ্ট্য	বিস্তার অঞ্চল
হীনযান (থেরবাদ)	পালি	আসল বুদ্ধবচন অনুসরণ, মূর্তি পূজা নেই	দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড
মহাযান	সংস্কৃত	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের কৃপায় মুক্তি, মূর্তি পূজায় উৎসাহ	উত্তর ভারত, চীন, জাপান
বজ্রযান	মিশ্র	ম্যাজিক, মন্ত্র ও তান্ত্রিক প্রথা	পূর্ব ভারত, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসারণী (Key Facts Table)

বিষয়	তথ্য
গৌতম বুদ্ধের প্রথম শিক্ষক	আলারা কালাম
বুদ্ধ চরিত রচয়িতা	অশ্বঘোষ
দ্বিতীয় অশোক (বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক)	কনিষ্ক
বৌদ্ধদের উপাসনাকেন্দ্র	প্যাগোডা
জাতক কাহিনী	বুদ্ধের পূর্বজন্মের গল্প প্রায় ৫০০টি
আশোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন	উপগুপ্ত
ত্রিরত্ন (Three Jewels)	বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ

Unleash the topper in you

৪ অধ্যায় — মহাজনপদগুলির উত্থান (Rise of Mahajanapadas)

মহাজনপদগুলির উত্থান (Rise of Mahajanapadas)

"মহাজনপদ" শব্দটি এসেছে 'মহা' (বড়) এবং 'জনপদ' (জনগোষ্ঠীর পাদদেশ) থেকে। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ "অঙ্গুত্তর নিকায়"-তে ১৬টি মহাজনপদের উল্লেখ আছে।

১৬টি মহাজনপদ (Sixteen Mahajanapadas)

মহাজনপদ	মূল এলাকা	রাজধানী
অঙ্গ	বিহার	চম্পা
মগধ	দক্ষিণ বিহার	রাজগৃহ / পাটলিপুত্র
বজ্জি / বৃজী	উত্তর বিহার	বৈশালী
মাল	গোরক্ষপুর	কুশীনগর
কাশী	বারাণসী	বারাণসী
কোশল	অযোধ্যা অঞ্চল	শ্রাবস্তী
বৎস্য	আধুনিক প্রয়াগরাজ	কৌশাম্বী
অবন্তি	মধ্যপ্রদেশ (উজ্জয়িনী)	উজ্জয়িনী
চেদি	মধ্যভারত	সোত্থীবতী
সূরসেন	ব্রজ অঞ্চল	মথুরা
অশ্মক	গোদাবরী নদীর তীর	পোটল
গান্ধার	পেশোয়ার	তাক্সশীলা
কাম্বোজ	আফগানিস্তানের উত্তরাংশ	রাজপুতানা (অনুমানিক)
কুরু	হরিয়ানা / দিল্লি	ইন্দ্রপ্রস্থ
পাঞ্চাল	পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ	আহিচ্ছত্র
মৎস্য	রাজস্থান	বিরাটনগর

চারটি প্রধান মহাজনপদ

1. **মগধ**
   - ✓ সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজনপদ পরে সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে
   - ✓ রাজধানী: শুরুতে রাজগৃহ, পরে পাটলিপুত্র
   - ✓ পরিচিতি: সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান
   - ✓ রাজবংশ: হর্যঙ্ক, শিশুনাগ, নন্দ
2. **কোশল**
   - ✓ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র
   - ✓ রাজধানী: শ্রাবস্তী
   - ✓ অন্তর্ভুক্ত: অযোধ্যা, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি

3. অবন্তি

- ✓ বাণিজ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র
- ✓ রাজধানী: উজ্জয়িনী
- ✓ প্রদ্যোত বংশ দ্বারা শাসিত

4. বৎস্য

- ✓ বাণিজ্য নির্ভর সমৃদ্ধ রাজ্য
- ✓ রাজধানী: কৌশাম্বী
- ✓ রাজা: উদয়ন

মগধ সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ – ৪র্থ শতাব্দী)

উত্থানের কারণ

- ➢ কৌশলগত অবস্থান: গঙ্গা ও সোন নদীর মাঝে, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষায় উপযোগী
- ➢ উর্বর জমি: কৃষিকাজ ও অর্থনীতির উন্নতি
- ➢ সামরিক শক্তি: যুদ্ধহস্তী সহ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী
- ➢ কার্যকর প্রশাসন: বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর নেতৃত্বে
- ➢ রাজনৈতিক সম্প্রসারণ: প্রতিদ্বন্দ্বী মহাজনপদ দমন

মগধের রাজবংশসমূহ

1. হর্যঙ্ক বংশ (৫৪৪ – ৪১২ খ্রিস্টপূর্ব)

- ✓ **বিম্বিসার (৫৪৪ – ৪৯২ BC)**
  - রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা
  - রাজধানী: রাজগৃহ
  - গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক
  - স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠনের প্রথম উদাহরণ
  - কৌশল রাজবংশে বিবাহবন্ধন: কৌশলা দেবীকে বিবাহ
- ✓ **অজাতশত্রু (৪৯২ – ৪৬০ BC)**
  - পিতৃহত্যা করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
  - রাজগৃহ দুর্গ ও প্রহরী দুর্গ নির্মাণ
  - প্রথম বৌদ্ধ পরিষদ (৪৮৩ BC) রাজগৃহে অনুষ্ঠিত
- ✓ **উদয়িন (৪৬০ – ৪৪০ BC)**
  - পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠা করেন
  - রাজধানী স্থানান্তর: রাজগৃহ → পাটলিপুত্র
- ✓ **উত্তরসূরিরা:** অনুরুদ্ধ, মুন্ড, নাগদাশক (শেষ হর্যঙ্ক রাজা)

2. শিশুনাগ বংশ (৪১২ – ৩৪৪ BC)

- ✓ প্রতিষ্ঠাতা: শিশুনাগ নাগদাশককে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় আসেন
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ শাসক: কলাশক, কাকবর্ণ
- ✓ দ্বিতীয় বৌদ্ধ পরিষদ (৩৮৩ BC) বৈশালীতে অনুষ্ঠিত

3. নন্দ বংশ (৩৪৪ – ৩২১ BC)

- ✓ **মহাপদ্ম নন্দ (৩৪৪ – ৩২৯ BC)**
  - প্রথম "সম্রাট নির্মাতা”
  - প্রথম অ-ক্ষত্রিয় সম্রাট
  - উপাধি: “সর্বক্ষত্রান্তক”, “উগ্রসেন”
  - শিশুনাগ বংশকে উৎখাত করেন
- ✓ **ধননন্দ (৩২৯ – ৩২১ BC)**
  - শেষ নন্দ রাজা
  - চাণক্য/কৌটিল্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাহায্যে উৎখাত

5

অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্য (Mauryan Empire)

মৌর্য সাম্রাজ্য (Mauryan Empire)

সময়কাল: ৩২১ খ্রিস্টপূর্ব - ১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব

- নন্দ রাজবংশ (মৌর্যের পূর্ববর্তী)
- শেষ রাজা: ধননন্দ
- মন্ত্রী: চাণক্য / কৌটিল্য / বিষ্ণুগুপ্ত
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধননন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন

মৌর্য ইতিহাসের উৎস

- **সাহিত্যিক উৎস:** অর্থশাস্ত্র – চাণক্য রচিত, ইন্ডিকা (Indica) – গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস রচিত, মুদ্রারাক্ষস – বিশাখদত্ত রচিত নাটক
- **প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস:** অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি (১৮৩৭ সালে জেমস প্রিন্সেপ আবিষ্কার করেন), জুনাগড় শিলালিপি (রুদ্রদামন)

মৌর্য বংশের উৎপত্তি

- পুরাণ অনুসারে শূদ্র বর্ণের উল্লেখ
- মুদ্রারাক্ষস: "বৃশল" ও "কুলহীন" শব্দ ব্যবহৃত
- গ্রিক লেখক জাস্টিন "নিম্নশ্রেণির মানুষ" বলেছেন
- মাতা: মুরা → মৌর্য নামের উৎস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২২ – ২৯৮ খ্রিস্টপূর্ব)

- ধননন্দকে পরাজিত করেন চাণক্যের সহায়তায়
- সেলিউকাস নিকেটরকে (৩০৫ খ্রিস্টপূর্ব) পরাজিত করে মেগাস্থিনিসকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করেন
- সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ করেন গবর্নর পুষ্যগুপ্ত
- উপাধি: সান্দ্রোকোটাস / আন্দ্রোকোটাস
- পরবর্তীতে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন (গুরু: ভদ্রবাহু), ধ্যানরত অবস্থায় মৃত্যু (উপবাসে)

বিন্দুসার (২৯৮ - ২৭৩ খ্রিস্টপূর্ব)

- পিতা: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
- উপাধি: অমিত্রঘাত (শত্রুহন্তা), সিংহাসন
- আজীবিক সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেন
- অশোককে উজ্জয়িনীর রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করেন

Toppersnotes Unleash the topper in you

অশোক (২৭৩ – ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব)

- **উপাধি**: দেবানং পিয় (Devanam Priya), প্রিয়দর্শী (Priyadarshi)
- **কার্যাবলি**: প্রথম রাজা যিনি শিলালিপিতে বার্তা খোদাই করেন, লিপি: ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, কলিঙ্গ যুদ্ধ (২৬১ খ্রিস্টপূর্ব) – ১৩তম শিলালিপিতে উল্লেখ, যুদ্ধের পর উপগুপ্তের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ
- প্রধান মন্ত্রী: রাধাগুপ্ত
- বিখ্যাত বাণী: "সব মানুষই আমার সন্তান"
- ভাব্রু শিলালিপি: বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষার প্রমাণ

অশোকোত্তর মৌর্য ও পতন

- পশ্চিম অংশ: কুনাল (অশোকের পুত্র)
- পূর্ব অংশ: দশরথ
- শেষ মৌর্য রাজা: বৃহদ্রথ, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাকে হত্যা করেন (১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব)

পতনের কারণ

1. অত্যন্ত কেন্দ্রীকৃত প্রশাসন
2. অশোকের অহিংস নীতি
3. ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া
4. সাম্রাজ্যের বিভাজন
5. দুর্বল উত্তরসূরি রাজারা
6. অর্থনৈতিক চাপে পতন
7. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবহেলা

মৌর্য প্রশাসন

উপাদান (তত্ত্ব)	অর্থ
রাজা (Raja)	রাজা
অমাত্য (Amatya)	মন্ত্রী
জনপদ (Janapada)	অঞ্চল / প্রজারা
দুর্গ (Durg)	দুর্গ
কোষ (Kosha)	কোষাগার
সেনা (Sena)	সেনাবাহিনী
মিত্র (Mitra)	মিত্র / মিত্ররাষ্ট্র

- **মন্ত্রিপরিষদ (Mantri Parishad)**: যুবরাজ (রাজপুত্র), পুরোহিত (ধর্মীয় উপদেষ্টা), সেনাপতি (সামরিক প্রধান)

প্রাদেশিক প্রশাসন

অঞ্চল	নাম
উত্তরাঞ্চল	উত্তরপথ
পশ্চিমাঞ্চল	অবন্তিরাষ্ট্র
পূর্বাঞ্চল	প্রাচী
মধ্য অঞ্চল	কলিঙ্গ
দক্ষিণাঞ্চল	দক্ষিণপথ

সমাজ

- মেগাস্থিনিস-এর বর্ণনা: সমাজ ৭ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল: দার্শনিক, কৃষক, সৈনিক, পশুপালক, কারিগর, বিচারক, পরামর্শদাতা
- নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা ছিল উচ্চ

মৌর্য স্থাপত্য ও শিল্প

- **বিখ্যাত স্তম্ভ**: সারনাথ স্তম্ভ (Sarnath Pillar)
- চারটি সিংহ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে
- অন্যান্য: নিচে চারটি জন্তু – সিংহ, হাতি, ঘোড়া, ষাঁড়, স্তূপ, গুহা, প্রাসাদ

অর্থনীতি

- **মুদ্রা**: ছাপযুক্ত রৌপ্য মুদ্রা (Punch-marked silver coins)

করের নাম	**অর্থ**
ভাগ (Bhaga)	জমির কর (ফসলের ১/৬ ভাগ)
বলী (Bali)	অতিরিক্ত কর
শুল্ক (Shulka)	আমদানি-রপ্তানি শুল্ক
বিষ্টি (Vishti)	বলপূর্বক শ্রম কর
হিরণ্য (Hiranya)	স্বর্ণ দ্বারা প্রদত্ত কর (সম্ভাব্য)

Toppersnotes Unleash the topper in you